পঞ্চতন্ত্র - কথাসাহিত্য

সংস্কৃতসাহিত্যের প্রাচীনতম কথাগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র | প্রাচীন সঙ্কলনকারগণ সকলেই পঞ্চতন্ত্রকে মূল গ্রন্থরূপে উল্লেখ করে নিজেদের অধমর্ণতা স্বীকার করেছেন | এডগারটন এবং হার্টেল নামক ইউরোপীয় পণ্ডিতদ্বয় আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা এবং বিশ্বসাহিত্য তার প্রভাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন | গুণাঢ্যের বৃহত্কথার ন্যায় মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত হলেও অতি প্রাচীনকালেই তার যেসব রূপান্তর ঘটেছিল, তত্সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে জানতে পেরেছি | মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত | হার্টেলের মতে মূল পঞ্চতন্ত্র ও তা অবলম্বনে রচিত তন্ত্রাখ্যায়িকা উভয় ই কাশ্মীরীয় কবির দ্বারা প্রণীত | অবশ্য পঞ্চতন্ত্রের পরবর্তী সংস্করণের সূচনায় উক্ত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির কথা যদি সত্য ঘটনা হয়, তাহলে পঞ্চতন্ত্রকে দক্ষিণ ভারতের রচনা বলা উচিত | উত্তরপশ্চিমী সংস্করণটিও লুপ্ত, তবে উক্ত সংস্করণ অবলম্বনে গুণাঢ্যের বৃহত্কথা, বুদ্ধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহত্কথামঞ্জরী এবং সোমদেবের কথাসরিত্সাগর প্রণীত হয় | দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্রও লুপ্ত , কিন্তু তাকে অবলম্বন করে রচিত তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায় - দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্র, নেপালী পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ | দক্ষিণী পঞ্চতন্ত্র সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার | জৈন মুনি মেঘবিজয় এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং মূল গল্পের সঙ্গে কিছু নতুন গল্পও যোগ করেন | নেপালী পঞ্চতন্ত্রের নাম তন্ত্রাখ্যান, 1484 সালে এর পুঁথি পাওয়া যায় | তন্ত্রাখ্যায়িকাতেও মূল পঞ্চতন্ত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয়েছে কিনা তা বলা সম্ভব নয়, তবে উপলভ্যমান সংস্করণগুলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা অধিকমূলানুগ | এর রচনাকাল আনুমানিক 3য়- 4র্থ শঃ | লেখক মহভারতকার বেদব্যাসের নাম উল্লেখ করেছেন

এবং মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার করেছেন, অবশ্য বর্তমান মহাভারতে ঐ শ্লোকগুলি পাওয়া যায় না | কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রভাবও লক্ষণীয় |

গল্পসাহিত্যে কথা (খণ্ডকথা , পরিকথা) ও আখ্যায়িকা শব্দ সাধারণভাবে সমস্ত প্রকার গল্পকে বোঝাতে ব্যবহৃত | "তন্ত্র" শব্দটি গল্পসংগ্রহ অর্থে প্রযুক্ত | মূল রচনায় সাধারণতঃ পশুপাখী ও মানুষের গল্পের মধ্যে বিষয়গত কোনো ভেদ স্বীকৃত হয়নি | অবশ্য পরবর্তীকালে এরূপ গল্পগুলি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে দুটি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় - পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ | পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন যে তাঁর এই রচনা শিশুপাঠ্য নীতিসার গ্রন্থ | পঞ্চতন্ত্র অর্থাত পাঁচটি তন্ত্র বা পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদগুলি প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও সমগ্র কাঠামোটি এক | পরিচ্ছেদগুলি হল - মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক | কথামুখে লেখক জানিয়েছেন দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী করে তোলার জন্য সভাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি ঐ সুকুমারমতি রাজকুমারদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন | মূল রচনা গদ্যে নিবদ্ধ, মাঝে মাঝে নীতি-উপদেশাত্মক শ্লোক সংযুক্ত | উক্ত শ্লোকগুলি প্রাচীন যুগেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এজাতীয় বহু শ্লোক উদ্‌ধৃত | পঞ্চতন্ত্রের ভাষা সহজ অনাড়ম্বর, গল্পের অঙ্গসৌষ্ঠব সন্নদ্ধ এবং নীতি আদর্শের ভাবনা শিল্পসম্মতভাবে বিন্যস্ত | গল্পগুলিতে শুধুমাত্র ন্যায়-নীতি, ত্যাগ, সততা প্রভৃতি ধর্মের আদর্শ প্রচার ই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, পশুপাখীর রূপকে মানুষের মহত্ত্ব, ভণ্ডামি, শঠতা, হৃদয়হীনতা প্রভৃতি গুণাগুণ পরোক্ষভাবে ব্যক্ত | এখানে গল্পকারের আদর্শে যেমন

নীতিবাগীশের ছুঁত্মার্গ নেই, তেমনি নীতিহীনের ধর্মভ্রষ্টতাও নেই। গল্প কখনো গল্পমাত্র, কখনো বা প্রত্যক্ষ ন্যায়নীতি বা আদর্শ প্রচারের বাহন, কখনো সাহিত্যগুণ ও নীতিকথার সুচারু সমন্বয়।